সঙ্গীত মহোৎসব

নিভা দে

নাহ্, এতো মহা গেরোতে পড়া গেল! নিজের ঘরে নিজের কর্ম সাধনায় এহেন বাগড়া, —পুনঃ পুনঃ। কিছুর মধ্যে কিছু না - ভাতৃবধূ - এক বৃহৎ পাত্রে তোয়াব জাতীয় কিছু নিয়ে এলো হঠাৎ, -ওই যে টেবিলে রয়েছে - প্রায় সবটাই, - আমার স্বাস্থ্যাদি বিষয়ে এতই স্পর্শকাতর আমার প্রিয় জনেরা - তা ক্রমশই প্রকাশ হতে দেখেও বুঝতে পারছি - ভ্রাতৃবধূর সামনে আবার হাফ কাপ খেতে হলো - এবং অনুরোধ জানিয়ে গেলেন তিনি - দাদা, খেয়ে নেবেন বাকিটা।

দুঘন্টা বাদে বাদে - হ'লে আবার...

না হলে আবার যে কি - তাই তো ঠাহর হচ্ছে না—

সেই থেকে আকাশ পাতাল ভাবছি, কারণটা কি। আর মনে মনে শঙ্কিত - দুপুরের খাবার থালা কি একেবারে বাদ যাবে? নাকি শুধু শুক্তোমুক্তো আসবে - ভালমন্দ সব বাদ। আজ তো রবিবার - বেশ জম্পেস রান্না বান্না হচ্ছে - হাওয়ায় ভেসে আসা গন্ধে টের পেয়েছি। সকালে লুচি বেগুনভাজাটা ভাগ্নিস পেয়ে গেছি। কিন্তু - কিন্তু - তারপর - তারপর কী ঘটলো?

আর হঠাৎ বজ্রপাত তখুনি মনের মধ্যে-

সকালের আহার যথেষ্ট মনোমত ছিল আজ। লুচি বেগুনভাজার সঙ্গে আমের টুকরো এবং সন্দেশ একটা। গুরুভোজন এবং রসনা রঞ্জনকারি। তৃপ্তির উদগার তুলে - আরাম চেয়ারে বসে বসে পা দোলাতে দোলাতে - চা পান। তারপর শুয়ে শুয়ে এটা ওটা পড়ার চেষ্টা। হাতে উঠে এলো সদ্য কেনা রবীন্দ্র মহোৎসব স্মরণে গীতবিতানের তৃতীয় খন্ড। ভানুসিংহের পদাবলীটা আগে বোধহয় পড়িনি তেমন মনযোগ দিয়ে। এবার তাই পড়তে শুরু করি-। আর পড়তে পড়তে গলায় কখন যে সুর উঠে এসেছে নিজেই টের পাই নি। আসলে এইসব গানতো - প্রায় প্রতি বুধবার সকালে রেডিওতে ভক্তিগীতির অনুষ্ঠানে শুনি। নিজের মতো ঢেউ তুলে তুলে দিব্বি সুর দেওয়া চলে রাধাকেষ্টর প্রেমবিরহ লীলায়। খোলা জানালা দিয়ে সেই সুর কোথায় কতদূরে কোন প্রেমিকের মর্মমূলে দোলা লাগবে কিনা - ভাবিনি। ওসব তুচ্ছ ব্যাপার। সখিলো - লো- লো সখি লো - লো নিকরুণ মাধব মথুরাপুর যব যায় যা-য় যথেষ্ট টেনে টেনে গলায় আর্তি ঢেলে - গান ক'টি গেয়ে বেশ তৃপ্ত পেয়েছিলাম, এবং সঙ্গীত সাধনার সুখে ক্লান্তিতে কখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। এমন সব - ভাতৃবধূর বীনা নিন্দিত কণ্ঠস্বর - দাদা, দাদা - । - হ্যাঁ, কী ব্যাপার? এসো, ঘরে এসো-।

—আপনার ভাই বলেছেন - আপনার পেট গরম হয়েছে - বদহজম থেকে হয়তো - তাই - তাই কি, এই যে তোয়াক এনেছি - আপনার জন্য - আর ট্যাবলেট একটা, জেলুসিলও রইল।

- কে বললো আমার পেট গরম হয়েছে? বেশ তো আছি আমি

- কী যে বলেন।

আপনি চাপা মানুষ অন্যের বিরক্ত যাতে না হয়- তাই কখনো তো কিছু বলেন না। কিন্তু চিৎকার- অজান্তে করছিলেন - আর্তনাদের মতো - নীচে আমরা শুনেছি - দুই'জন বন্ধ এসেছিল - ও'র, তারাও তো বলল - দাদার শরীরটা ঠিক নেই...

কোণ কারণে যন্ত্রণা পাচ্ছেন...

হা হতোস্মি! এই কি আমার সঙ্গীত চর্চার হাতে নাতে ফল প্রাপ্তি!

দু গালে দুই চড় মেরে থম মেরে বসে থাকি- দুপুরের আহার বিষয়ে শঙ্কিত চিত্তে...।

মন নিয়ে

সুকুমার মন্ডল

হরিসভা মন্দির সংস্কারের পর এখন রোজ সন্ধ্যায় কথকথা, রামকৃষ্ণ কথামৃত রামায়ণ - পাঠের আসর বসছে। ওপাশের গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে লাইন টেনে দুটো টিউব লাইট লাগানো হয়েছে। ফলে আগেকার সেই ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘুচেছে। ইদানিং তাই জমায়েত মন্দ হচ্ছে না। সত্যি বলতে কি গ্রামের বয়স্কদের সন্ধ্যে-টা আজকাল ভালোই কাটে। ধর্ম-কথায় মনটা জুড়োয়। খগেন নস্কর আর শশধর সাঁপুই ছোটবেলাকার বন্ধু। আজও অবিচ্ছন্ন আছে যোগাযোগ। খগেন নস্কর -এর হাটে কাপড়ের দোকান আছে। এছাড়া রয়েছে গোটা আষ্টেক গরু-মোষ, বাঁধা দু-তিনটে ময়রার দোকানে চালান যায় দুধ। ব্যবসা পত্তর আজকাল ছেলে-ই দেখাশোনা করে, দু-দুটো মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। গৃহিনী বর্তমান, তবে বাতে প্রায় অচল। শশধর সরকারি চাকুরি থেকে সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। ফলে রোজ বারুইপুর লোকাল ধরার ঝকমারি থেকে ছুটি। নিয়মিত পোস্ট অপিসে পেনশন তোলেন, হয়তো সে কারণে শশধর সাঁপুই গাঁয়ে একটু আলাদা খাতির পেয়ে থাকেন। শশধরের

স্ত্রী ডায়মন্ড হারবারে স্কুলে পড়ান, অবসরের আরও ক-বছর বাকি আছে। পাঠ শুনতে কিছু কিছু দম্পতিও আসেন তবে এই দুই বন্ধু-র পক্ষে সস্ত্রীক আসা সম্ভব হয় নি এখনও পর্যন্ত।

সেদিন হরিসভা থেকে ফেরার পথে, খগেন কবুল করলেন, যাই বলো ভাই এত ভালো ধর্ম কথা শুনেছি, সারদা মা-রামকৃষ্ণ ঠাকুরের বাণী শুনছি তবু বিষয়ী মন বড় চঞ্চল। এত চেষ্টা করছি তবু কিছুতেই একাগ্র হচ্ছে না। বারে বারে সংসারের আর পাঁচটা ফালতু চিন্তা ঢুকে পড়ে মনঃসংযোগে বাধা ঘটাচ্ছে। টর্চখানা মাঝেমাঝে বেগড়বাই করছিল, সেটাতে একটু চাপড় মেরে শশধর বললেন, কী জানি বাবা, আমার কিন্তু সেরকম কিছু হয় না। আমি যতক্ষণ ঠাকুরের কথা শুনি, তখন মনে আর কোনও চিন্তা ঢুকতেই দিই না।

অন্ধকারেও বন্ধুর মুখ-ভাব ঠাহর করার চেষ্টা করলেন খগেন। শশধরের কথাগুলো ঠিক হজম হলো না যেন। মন - কে এমন ভাবে কব্জা করতে শিখে গেছে শশধর! এও কি সম্ভব। চিরকাল একটু বোলচাল মারা স্বভাব শশধরের, আজও হয়তো পাল্টায়নি। ভাবলেন একটু বাজিয়ে নিলে কেমন হয়। মুখে বললেন, এই যে তুমি মন - কে অন্য চিন্তা থেকে কিছুটা সময় আলাদা রাখতে পারছো এটা সত্যিই তোমার কৃতিত্ব। তবে ভাই বিশ্বাস করা কঠিন, কেননা সমস্ত সংসারী মানুষের মন সর্বদা বিষয় - আশয়ে আটকে থাকে।

বন্ধুর কথায় কিছুটা আহত হন শশধর। বললেন, বিশ্বাস করা না করা তোমার ব্যাপার, তবে নিজেকে দিয়ে অন্যকে বিচার করা ঠিক নয়।

খগেন বললেন রাগ করো না ভাই। তর্ক না করে আমরা একটা পরীক্ষা তো করতে পারি। কালকে আসরে যদি তুমি একবারও মনঃসংযোগ না হারাও তবে কথা দিচ্ছি আমার সেরা গরুটির পাঁচ সের দুধ পুরস্কার হিসাবে দেব। কি রাজী তো?

শশধর সহায্যে বললেন, দেশ এ আর কী এমন কঠিন কাজ। মাঝখান থেকে তুমি পাঁচ সের দুধ লোকসান করবে।

পরদিন দুই বন্ধু হরিসভা সান্ধ্য-আসরে পৌঁছে গেলেন। শশধর দেখলেন, খগেনের বাড়ির পুরোনো মুনিস নকুল একটি পিতলের কলসি মাথায় নিয়ে মনিবের সঙ্গে উপস্থিত। বাঃ প্রতিশ্রুতি মত আগেভাবেই পুরস্কারের দুধ এনে রেখেছে খগেন। বন্ধুর পাশে বেশ ফুরফুরে মেজাজে বসে পড়লেন শশধর।

সেদিন চলছিল রামায়ণ পাঠ। বেশ জমে উঠেছে, শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ, নিস্তব্ধ। হঠাৎ শশধর খগেন -এর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, ভাই খগেন, একটা অনুরোধ আছে। আমি কোনও পাত্র সঙ্গে আনি নি। যদি তোমার কলসী-সমেত দুধ আজ বাড়ি নিয়ে যাই, তোমার আপত্তি হবে না আশাকরি, কাল অবশ্যই কলসীটা ফেরৎ আনবো।

খগেন খুব মৃদু স্বরে জবাব দিলেন, তার আর দরকার হবে না বন্ধু। রামায়ণ পাঠ এখনও শেষ হয় নি, তার আগেই তুমি কলসীর চিন্তা শুরু করলে, বাজী হেরে গেলে ভাই।

অনীহা

অলোক মুখোপাধ্যায়

খ্যাতনামা এক ডাক্তারবাবু বৈঠকখানায় বসে রোগী দেখে চলেছেন। নামমাত্র ফিস নিয়ে প্রতিদিন নিয়ম করে দশজন রোগী দেখেন। দশের বেশি একজনও নয়। আজ রয়েছেন এগারজন। তবে শেষেরজন রোগী নন, ডাক্তারবাবুর পরিচিত। একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয়দের একজন। রোগী দেখা শেষ হলে ডাক্তারবাবু কাল বিলম্ব না করে ভদ্রলোককে প্রশ্ন করেন—

কী আর্জি বলুন। এবার ইলেকশনে একটু বেশি চাঁদা দিতে হবে তাই তো।

না ডাক্তারবাবু, চাঁদার জন্য আসিনি। আপনার বাড়ির দেয়ালে আমরা প্রার্থীর নামে প্রচার করছি। নির্বাচন কমিশনের চাপ আছে। আপনার লিখিত অনুমতি দরকার। আমি ছাপানো বয়ান সঙ্গে এনেছি। দয়া করে একটু সই করে দিন।

লিখেছেন বেশ করেছেন, তবে অনুমতি আমি দিতে পারবো না। এ বাড়ির মালিক আমার স্ত্রী। এখন তিনি প্রবাসে বড় ছেলের কাছে।

তাহলে কি দেয়ালটা মুছে দেবো।

সে আপনাদের ব্যাপার, আমি হ্যাঁ না কিছুই বলবো না।

আরেকটা বিষয় আছে ডাক্তারবাবু। যদি অনুমতি দেন তাহলে বলি।

বলুন।

লাস্ট পার্লামেন্ট ইলেকশন এবং পৌরসভার ভোটে আপনি ভোট দিতে যান নি। এবার পরিস্থিতি অন্যরকম। দয়া করে ভোটটা দেবেন, প্লিজ।

কী করে বুঝলেন আমি ভোট দিতে যাই নি?

বুথফেরৎ ভোটার লিস্ট চেক করে দেখেছি। আপনার নাম আনমার্কড ছিল।

কিছু মনে করবেন না। বেশ কিছুদিন হয়ে গেল নিজেদের অরাজনৈতিক বলে দাবী করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত এবং শিক্ষিত একদল মানুষ টেলিভিশনে রাজনৈতিক আলোচলায় অংশ নিচ্ছেন। ওরা টেলিভিশন চ্যানেলে বসে যেভাবে অশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিতের মতো আচরণ করেন, অসত্য বিবৃতি দেন তারপর আর ভোট দিতে ইচ্ছে করে না।

রত্নগর্ভা

ঊষা রায়

ঘরে জানালা দিয়ে বড় মাঠে ছেলেদের ফুটবল খেলা দেখছিলেন করুণাময়ী। বলটা একবার এর পা থেকে ওর পায়ে, ওর পা থেকে তার পায়ে গড়াচ্ছিল। বলটার নিয়তি গোলে পৌঁছানো পর্যন্ত। তারপরই খেলা সাঙ্গ। খেলোয়াড়রা মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে। কেউ গোল করতে পারছে না। ভারি মজা লাগছে করুণাময়ীর। বল গোলের কাছে পৌঁছেও অন্য মুখে ঘুরে যাচ্ছে। সবাই হায় হায় করে উঠে আবারও ঝাঁপিযে পড়ছে। দু পক্ষই মরিয়া।

দেখতে দেখতে করুণাময়ীর মনে হল বলটা যেন করুণাময়ী নিজে। গতকাল বড় ছেলের ড্রাইভার পৌঁছে দিয়ে গেছে মেজো ছেলের ফ্ল্যাটে। দোতলার সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হচ্ছিল। দারোয়ান ধরে ধরে তুলে দিয়েছে। চারতলার এই ফ্ল্যাটে লিফট নেই। মাস দুয়েক এখানে থেকে আবারও অন্য ছেলের কাছে চলে যেতে হবে। স্থায়ী কোন ঠিকানা নেই করুণাময়ীর। সারা বছর ঘুরে ঘুরে বেড়ানো। ছেলেদের জীবনযাপনে করুণাময়ীর কোন ভূমিকা নেই, কোন উদ্দেশ্যও নেই। একমাত্র মৃত্যু নামক গোলে পৌঁছতে পারলেই ওনার জীবনের পরিসমাপ্তি। ছেলোরও দায়মুক্ত।

ছেলোর সবাই প্রতিষ্ঠিত এবং আর্থিক বলে বলীয়ান। করুণাময়ীকে তাই অনেকেই রত্নগর্ভা বলে থাকে।

একটি ছোট্ট নীতিগল্প

মূল রচনা : ফ্রানজ্ কাফকার অণুগল্প

ভাষান্তর - পথিক গুপ্ত

ইঁদুরটা বল, হায়রে, সমস্ত পৃথিবীটা প্রতিদিন ছোট থেকে আরও ছোট হয়ে যাচ্ছে। আগে ওটা এত বড় ছিল যে আমি ভয় পেতাম। আমি দৌড়তাম, শুধু দৌড়েই যেতাম। শেষমেশ, যখন আমার বাঁ দিকে আর ডান দিকে অনেক দূরে দেয়ালগুলোকে দেখতে পেলাম, খুশি হলাম। কিন্তু এই দীর্ঘ দেয়ালগুলো এত শীঘ্র কাছাকাছি এসে গেল যে আমি ইতিমধ্যে শেষ কুঠুরিতে ঢুকে পড়েছি। এবং সেখানে কোণেতে ফাঁদটা পাতা রয়েছে। আমাকে ওর মধ্যে দৌড়ে ঢুকে পড়তেই হবে।'

'তোমাকে শুধুমাত্র দিক পরিবর্তন করতে হবে', বিড়ালটা বলল, এবং ইঁদুরটাকে খেয়ে ফেলল।